যুগান্তর

তারিখ 9 JUL 2017
পৃষ্ঠা ৩ কলাম

ফুঁসে উঠেছেন শিক্ষকরা

অবসর-কল্যাণে বাড়তি চাঁদা প্রত্যাহার দাবি

যুগান্তর রিপোর্ট

অবসর-কল্যাণ ট্রাস্ট খাতে বাড়তি ৪ শতাংশ চাঁদা আরোপের বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠেছেন শিক্ষকরা। এর প্রতিবাদে সরকারপন্থী ও বিরোধী শিক্ষকরা মাঠে নেমেছেন। সাধারণ শিক্ষকরাও জেলা-উপজেলায় সংঘবদ্ধ হচ্ছেন। তাদের একটাই দাবি— বেতন থেকে ১০ শতাংশ হারে চাঁদা নেয়ার নতুন সিদ্ধান্ত বাতিল করতে হবে। পাঁচ লাখ এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীর সঙ্গে এমপিওবঞ্চিতরাও রাজপথে নেমে আসবেন— হুমকি দিয়ে বলেন, তা না হলে আগামী নির্বাচনে এর দাঁতভাঙা জবাব দেয়া হবে।

শনিবার সরকারপন্থী সংগঠন বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে সংবাদ সম্মেলনে আগামী বুধবার সারা দেশে মানববন্ধন

■ পৃষ্ঠা ১৭ : কলাম ৪

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

ও বিক্ষোভ কর্মসূচির ঘোষণা দেয়। কেন্দ্রীয় কর্মসূচি হবে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে।

সরকারবিরোধী শিক্ষক সংগঠনের সবচেয়ে বড় মোর্চা শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যজোটও ঢাকায় ঈদপুনর্মিলনী ও মতবিনিময় সভা আয়োজন করে। সভা থেকে বাড়তি চাঁদা প্রত্যাহারের আহ্বান জানিয়ে হুশিয়ারি উচ্চারণ করে বলা হয়, নইলে আন্দোলনের মাধ্যমে সরকারকে তা মানতে বাধ্য করা হবে। ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষক নেতাদের অভিযোগ, শিক্ষক সংগঠনের সঙ্গে আলোচনা ছাড়াই সুবিধাভোগী ও তথাকথিত শিক্ষক সংগঠনের কোনো নেতার প্ররোচনায় বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন থেকে অবসর ও কল্যাণ ট্রাস্ট খাতে ১০ শতাংশ হারে চাঁদা নেয়ার গেজেট প্রকাশ করা হয়। ফলে এখন অতিরিক্ত ৪ শতাংশ হারে চাঁদা কর্তন করা হবে। কিন্তু এর বিনিময়ে বাড়তি কী সুবিধা সরকার দেবে, সে ঘোষণা দেয়া হয়নি। নির্বাচনের আগে এ ধরনের সিদ্ধান্তে সরকার ও দল ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে তাদের আশঙ্কা। লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন শিক্ষক সমিতির সভাপতি মুহাম্মদ আবু বকর সিদ্দিক। উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদক অধ্যক্ষ মো. আবুল কাশেম, সহসভাপতি রঞ্জিত কুমার সাহা, অধ্যক্ষ মো. বজলুর রহমান মিয়া, আলী আসগর হাওলাদার প্রমুখ। এ সময় বেশকিছু দাবি উত্থাপন করা হয়। দাবি মেনে নেয়া না হলে সারা দেশে অবিরাম ধর্মঘট ও আমরণ অনশনের কর্মসূচি দেয়ার হুশিয়ারিও দিয়েছেন শিক্ষক নেতারা।

শিক্ষক নেতারা বলেন, সরকারি স্কুলের শিক্ষকরা যে কারিকুলামে পাঠদান করেন, বেসরকারি শিক্ষকরাও সেই বই-ই পড়ান। একই পাঠ্যবই থেকে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও উত্তরপত্র মূল্যায়ন করেন। কিন্তু আমাদের মধ্যে বিশাল বৈষম্য আছে। তারা সরকারি শিক্ষকের মতো বেসরকারি শিক্ষকদেরও বার্ষিক ৫ শতাংশ বেতন বৃদ্ধি, বৈশাখী ভাতা, পূর্ণাঙ্গ উৎসব ভাতা ও বাড়ি ভাড়াসহ মাধ্যমিক শিক্ষা জাতীয়করণের দাবি জানান। অবসর-কল্যাণ খাতে বেসরকারি শিক্ষকদের কাছ থেকে আগে বেতনের ৬ শতাংশ অর্থ কেটে রাখা হতো। বর্তমানে অবসরে যাওয়া প্রায় ৬৭ হাজার শিক্ষকের এ দুই সুবিধা দাবির আবেদন ঝুলে আছে। অবসরপ্রাপ্তদের এসব আবেদন নিষ্পত্তি করতে শিক্ষকদের কাছ থেকে বাড়তি হারে টাকা নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়। সাধারণ শিক্ষকরা বলছেন, তাদের কাছ থেকে বেশি টাকা নেয়া হবে। কিন্তু বাড়তি অর্থ দেয়ার বিনিময়ে অতিরিক্ত কী সুবিধা দেয়া হবে— সেই সিদ্ধান্ত নেয়নি সরকার। এই প্রথম কোনো সরকারপন্থী শিক্ষক সংগঠন প্রতিবাদ কর্মসূচি দিল। কোনো বাড়তি আর্থিক সুবিধা না দিয়ে অবসর বোর্ড ও কল্যাণ ট্রাস্ট খাতে অতিরিক্ত চাঁদা নেয়ার বিষয়ে ৪ জুলাই যুগান্তরে বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।

শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যজোট : ঢাকার এলিফ্যান্ট রোডে ঐক্যজোটের সভা হয়। সংগঠনের ঢাকা আঞ্চলিক শাখার আহ্বায়ক মোল্লা নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ মো. সেলিম ভূঁইয়া। বিশেষ অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট হোমিওপ্যাথ বিশেষজ্ঞ ডা. এজি খান। বক্তব্য রাখেন মাওলানা মো. দেলোয়ার হোসেন, মো. জাকির হোসেন, বাবু অজিৎ কুমার সরকার, অধ্যক্ষ মো. সেলিম মিঞা, অধ্যাপক তোফাজ্জল হোসেন বাদল, অধ্যক্ষ আবদুর রহমান, অধ্যাপক আবু সাঈদ, সাহাদাৎ হোসেন, আমজাদ হোসেন, অধ্যাপক মো. রকিব উদ্দিন খান, ওয়াহেদুর রহমান, মিজানুর রহমান প্রমুখ।

অধ্যক্ষ মো. সেলিম ভূঁইয়া বলেন, অবসর-কল্যাণ খাতে বাড়তি চাঁদা কেটে নেয়ার সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক ও অমানবিক। তিনি অবিলম্বে এ আদেশ বাতিলের দাবি জানান।